



10087 - আখরোতরে জীবন অন্তহীন

প্রশ্ন

আখরোতে মানুষ কতদিনি বাঁচবে; অনন্তকাল, নাকি আল্লাহ যতদিন চান? এ ব্যাপারে ইসলামি আকদি ক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়ার ধ্বংস এবং দুনিয়াবাসীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ভূপৃষ্ঠে সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র সম্মান ও শ্রদ্ধাযোগ্য আপনার প্রতিপালককে চহোরা ছাড়া।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৬-২৭] তিনি আরও বলেন: “প্রত্যকে প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। এরপর তাদেরকে আমার দিকেই ফরিয়ে আসতে হবে।” [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৭৫]

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে পুনরুত্থতি করবনে। এবং তাদেরকে চরিস্থায়ী জীবন দান করবনে; যার কোন শেষে নহে। প্রত্যকে আমল অনুযায়ী তাদের হিসাব নবিনে। নকেকারকে তার নকে অনুপাতে প্রতিদিন দবিনে। বদকারকে তার বদ অনুযায়ী প্রতিদিন দবিনে। এরপর মানুষ দুই ভাগ হয়ে যাবে। একভাগ জান্নাতে যাবে; অপরভাগ জাহান্নামে যাবে। জান্নাতবাসী চরিস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। জাহান্নামবাসী চরিস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

কুরআনে কারীম ও সহহি হাদসি এ মরম্মে অনকে সুস্পষ্ট দললি রয়েছে-

১. আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা ঈমান এনছে ও সৎকর্ম করছে, অবশ্য আমি প্রতিশ্রুটি করা ব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদশে প্রবাহতি রয়েছে নহরসমূহ। সখোনে তারা থাকবে অনন্তকাল। সখোনে তাদের জন্য থাকবে পবতির স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রতিশ্রুটি করা ব ঘন ছায়া নীড়ে” [সূরা নসি, আয়াত: ৫৭]

ইমাম তাবারী বলেন: “সখোনে তারা থাকবে অনন্তকাল” কোন অন্ত বা শেষে ছাড়া এবং বরিতহীনভাবে। সদা সর্বদা সখোনে তাদের জন্য তা থাকবে। [তাফসরি তাবারী (৫/১৪৪)]

২. তিনি আরও বলেন: “আল্লাহ বললনে: আজকরে দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদতি তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে রয়েছে- উদ্যান; যার তলদশে নরিবরণী প্রবাহতি হবে; তারা তাতে চরিকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ১১৯]



৩. তিনি আরও বলেন: “যারা কুফরী অবলম্বন করছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষমত সহজ।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৯]

৪. তিনি আরও বলেন: “নশিচয় আল্লাহ কাফরেদেরকে অভিসম্পাত করছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিব্যক্তি ও সাহায্যকারী পাবে না।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৫]

৫. তিনি আরও বলেন: “কিন্তু আল্লাহর বাণী পট্টোছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চরিকাল থাকবে।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৩]

ইবনে কাছরি বলেন:

“তথায় তারা চরিকাল থাকবে” অর্থাৎ তথায় তারা বরিতহীনভাবে অবস্থান করবে। সেখান থেকে বের হতে পারবে না কত্বি দূরে যতে পারবে না। [তাফসরি ইবনে কাছরি, (৩/৫২০)]

৬. আল্লাহ তাআলা কাফরেদের সম্ভবতঃ সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন: তারা কখনো সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না এবং ভাল জীবন যাপন করবে না। তিনি বলেন: “নশিচয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।” [সূরা ত্বহা, আয়াত: ৭৪] তিনি আরও বলেন: “এরপর তারা সেখানে মরবেও না; বাঁচবেও না।” [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৩]

কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: “তারা সেখানে মরে গিয়ে শাস্তি থেকে স্বস্তি পাবে না; আবার বাঁচার মত বাঁচবেও না।” [তাফসরি কুরতুবী ২০/২১]

৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মৃত্যুক (শারীরিক রূপ দিয়ে) মাথায় সাদাদাগযুক্ত কালো রঙের মেষের আকৃতি দিয়ে আনা হবে। তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে: হে জান্নাতবাসী! এ আওয়াজ শুনতে তারা ফরিতে তাকাবে। আহ্বানকারী বলবে: তোমরা কি একে চেনে? তারা বলবে: হ্যাঁ; এতো মৃত্যু। তারা প্রত্যেকেই তাকে ইতপূর্ববে তাকে দেখেছে। এরপর আবার ডাক দিয়ে বলবে, ওহে জাহান্নামবাসী! এ আওয়াজ শুনতে তারাও ফরিতে তাকাবে। এরপর প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চেনে? সবাই জবাব দাবে, হ্যাঁ (আমরা তাকে চিনি), এ তো ‘মৃত্যু’। তারা প্রত্যেকেই তাকে ইতপূর্ববে তাকে দেখেছে। এরপর সে মেষটিকে জবাই করা হবে। অতঃপর ঘোষণা দেয়া হবে, হে জান্নাতবাসী! এখানে মৃত্যুহীন চরিস্থায়ী জীবন। হে জাহান্নামবাসী! এখানে মৃত্যুহীন চরিস্থায়ী জীবন। এরপর তিনি তলোওয়াত করেন:

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ



অর্থ- “আপনি তাদেরকে পরতিপরে দবিস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিনি যখন সব ব্যাপারেরে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা গাফলততি আছে।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৩৯] এরা হচ্ছে- দুনিয়ার গাফলে মানুষগুলো। “তারা ঈমানদার নয়” [সহহি বুখারি (৪৪৫৩) ও সহহি মুসলমি (২৮৫০)]

সহহি বুখারি (৬১৮২) ও সহহি মুসলমি (২৮৫০) এ ইবনে উমরের বর্ণনাতএ এসছে-“এতে করে জান্নাতবাসীগণ আরও বেশি আনন্দতি হবে এবং জাহান্নামবাসীগণ আরও বেশি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।”

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: এই মষে, মষেকে শোয়ানো, যবহে করা এবং উভয় দলরে এ দৃশ্যকে দেখো বাস্তব; কল্পনা নয়; কথিবা অভনিয় নয়। অথচ কিছু কিছু ব্যক্তি এ বিষয়ে চরম ভুল করছেন। তিনি বলছেন: মৃত্যু তো- একটি অশরীরী বিষয়। অশরীরী বিষয়কে কভিবে দেহে দেয়া হবে; থাকতো জবাই করা।

এই অভিমত সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা মৃত্যু থেকে মষেরে আকৃতি সৃষ্টি করবনে এবং সএ মষেকে জবাই করা হবে। যভোবে আমলগুলোকে দৃশ্যমান আকৃতি দেয়া হবে এবং এর আলোকে সওয়াব ও শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা অশরীরীকে শরীর দতিে পারনে। সএ অশরীরী জনিসিটা হবে ওটাকে সৃষ্টি করার উপাদান। যমেনভিবে তিনি দেহে থেকে অশরীরী জনিসি সৃষ্টি করতে পারনে। আবার তিনি অশরীরী জনিসি থেকে অশরীরী জনিসিও সৃষ্টি করতে পারনে এবং শরীরী জনিসি থেকে অন্য শরীরী জনিসি সৃষ্টি করতে পারনে। এ চারটি প্রকাররে প্রত্যেকেটি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় রয়েছে। এর দ্বারা বপিরীতমুখী দুই জনিসি একত্রতি হওয়া আবশ্যকীয় নয় এবং এটি অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া এমন দূরবর্তী কোন ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন নহে; যমেনটি কটে কটে বলছেন: মৃত্যুর ফরেশেতাকে জবাই করা হবে। এ ধরনের কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলরে উপর অসার সংশোধনী আনার পর্যায়ে এবং এটি এমন বাতলি ব্যাখ্যা যা ববিকে-বুদ্ধি কথিবা নকলি দললি কোনটা দ্বারা অনবিার্য নয়। বরং এ ধরনের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ হচ্ছে- রাসুলরে বাণীর মর্মার্থ বুঝার মত যথাযথ যোগ্যতা না-থাকা। [হাদউল আরওয়াহ, পৃষ্ঠা-২৮৩, ২৮৪]

৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে তিনি বলেন: জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশে করার পর, জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশে করার পর একজন ঘোষক দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করবে: ওহে জাহান্নামবাসী আর মৃত্যু নহে; ওহে জান্নাতবাসী আর মৃত্যু নহে, চরিস্থায়ী জীবন। [সহহি বুখারি (৬১৭৮) ও সহহি মুসলমি (২৮৫০)]

৯. আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলেন: “একজন ঘোষক ঘোষণা করবে (অর্থঃ জান্নাতবাসীদের মাঝে): তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে; কখনো অসুস্থ হবে না। সজীব থাকবে; কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। যুবক থাকবে; কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা নয়ামতরে মধ্য থাকবে; কখনো বঞ্চিত হবে না। আল্লাহর বাণী: ‘এই যে, জান্নাতরে উত্তরাধিকারী তোমরা হচ্ছে, এটা তোমাদের কর্মরে



ফল।'[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৭২] দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[সহিহ মুসলিমি (২৮২৭)]

অতএব, ও মুসলিমি ভাই! এ দুনিয়ায় থাকাকালে নকীর দিকে ছুটে চলুন। দুনিয়া তো সামান্য কয়েকটি দিন। এরপর অনন্ত সৎ
জীবনে স্থানান্তরিত হবনে; হয়তো আপনার গন্তব্য জান্নাত; যৎ জান্নাতরে নয়োমত অফুরন্ত। কথিবা জাহান্নাম; যৎ
জাহান্নামরে আগুন চরিস্থায়ী। আর দরৌ নয়; আর দরৌ নয়; এখন শিরু করুন। 'অচরিহে করব' এ বুলি বর্জন করুন। কারণ
জাহান্নামবাসীদরে অধিকাংশ চতিকার হব- 'অচরিহে করব'।

আল্লাহ আমাদরেকৎ ও আপনাদরেকৎ জান্নাতরে বাসন্দিা করুন। আমীন